দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 30 OCT 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

আইসিটি শিক্ষকদের আবেদন

২০১২ সালে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি আবশ্যিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সরকারের এই মহৎ উদ্যোগের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন ৫ হাজার ৭২জন শিক্ষক। অথচ তাঁরা ২০১১ সাল থেকে এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনা বেতনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে পাঠদান করে আসছেন। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁদের বেতনভাতা দেওয়ার কথা থাকলেও কোনো প্রতিষ্ঠানই এতে আগ্রহী নয়। ফলে তীর্থের কাকের মতো শিক্ষকবৃন্দ চেয়ে আছেন সরকারের দিকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত বছর ২৮ এপ্রিল এক পরিপত্র জারি করে এবং তাতে বলা হয় 'পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের বেতনভাতাদি স্ব স্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হবে।' আক্ষরিক অর্থে এটি এক ধরনের প্রতারণাও বলা যায়। যেখানে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতন প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে সেখানে আইসিটি শিক্ষকদের আশার আলো দেখিয়ে আবার নিরাশ করা হয়েছে। তবে আশার কথা এই যে, এ বছরও শিক্ষা মন্ত্রণালয় আইসিটি বিষয়সহ বিজ্ঞান ও চারুকলা বিষয়ের ১৮ হাজার ২৮৩ জন শিক্ষককে এমপিওভুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজও প্রায় শেষ হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় চিঠি পাঠিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ে। এত কিছুর পরও শিক্ষকদের মধ্যে উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। তীরে এসে তরি ডুবে যাবে না তো? পরিশেষে, আমাদের দুর্ভোগের কথা বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র সম্ভব এমপিওভুক্তির জন্য সরকারের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি।

মিহির রঞ্জন তালুকদার
শিক্ষক, বালাগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, বালাগঞ্জ, সিলেট